দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী পূরণের ঘোষণার কিছুই কার্যকর হয়নি

নির্দিষ্ট সময় গড়িয়ে গেছে : মীমাংসিত বিষয় নিয়ে মন্ত্রণালয়ের নয়া প্রশ্ন : ঢাকার প্রিন্সিপালরা বৈঠকে বসছেন কাল

লতান মাহমুদ

ক্ষামন্ত্রীর এক মাসের সময়সীমা গড়িয়ে গেলেও বেসরকারী শিক্ষক-র্মচারীদের কোন দাবীই পূরণ হয়নি। সরকারী কোষাগার থেকে তভাগ বেতন দেয়ার ঘোষণা কার্যকর হয়নি। এমনকি আজ পর্যন্ত জ্ঞাপনও জারি হয়নি। সরকারের ঘোষণার পরও শিক্ষক-কর্মচারীদের ০ শতাংশ হারে বেতন তুলতে হয়েছে। আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বহির্ভূত বী-দাওয়াগুলো একমাসের মধ্যে পূরণের ঘোষণা দেয়া হলে নগুলোরও কিছু হয়নি। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ে ক্ষক নেতাদের নিয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত তবায়নের রূপরেখা চূড়ান্ত করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও এ পর্যন্ত কোন মিটিও গঠন করা হয়নি। বরং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিক্ষক নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। দাবী বাস্তবায়নের বিষয় নিয়ে শিক্ষক নেতাদের ভেতরে কেউ কেউ শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সাথে কথা বলেও কোন সদুত্তর পাননি। প্রশাসনিক বিষয়গুলো প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ বলেছেন, অধিদপ্তরের কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কিন্তু সেখান থেকে কোন পরবর্তী আদেশ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতাদের। দীর্ঘ এক মাসেরও বেশী সময় ধরে দেশের সকল বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করে রাজধানীর রাজপথে দুর্বার আন্দোলন গড়ে সরকারকে দাবী পূরণের ঘোষণা দিতে বাধ্য করলেও গতকাল পর্যন্ত সরকারের ঘোষণার কোন ঘোষণাই কার্যকর হয়নি। দাবী আদায়ে চলতি বছরের গোড়ার দিক থেকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন

বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করলেও গত ৬ জুলাই থেকে শিক্ষক সংগঠনগুলো একে একে অবিরাম ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়ে ক্লাস বর্জন করে রাজপথে নেমে আসে। এর পর বিভিন্ন শিক্ষক মোর্চার ব্যানারে প্রায় ৫০টি শিক্ষক সংগঠন সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ, অনশন চালালে এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি সকল শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের সাথে বৈঠক করে। একদিকে সরকারের সাথে আলোচনা অন্যদিকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অংশহিসেবে ৬ আগষ্ট সরকার সমর্থক দ্বিধাবিভক্ত দুটি মোর্চার একটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং অন্যটি মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করে। ওই দিনই শিক্ষামন্ত্রী সচিবালয়ে তার সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষকদের শতভাগ বেতনসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দাবী মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন। ১ জুলাই থেকে শতভাগ বেতন এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে অন্যান্য দাবী বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দেন। একই ঘোষণা দিন তিনি মুক্তাঙ্গন ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে। শিক্ষামন্ত্রীর সে ঘোষণা অনুযায়ী, গতকাল শেষ হয়েছে সেই এক মাসের সময়সীমা। কিন্তু শিক্ষকদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর সে ঘোষণার কোনটিই বাস্তবায়ন হয়নি গতকাল পর্যন্ত। শতভাগ বেতনের টাকা কবে নাগাদ শিক্ষক-কর্মচারীরা হাতে পাবেন, ৫% বন্ডের মেয়াদ কি হবে, কিভাবে বন্ড ভাঙ্গানো যাবে। কিভাবে শিক্ষকদের বন্ড বিতরণ করা হবে এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না শিক্ষক নেতারা। বেসরকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় দাবী ছিল ২ বছর ও ৮ বছর অন্তর যে টাইম স্কেল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় থেকে শিক্ষকরা পেয়ে আসছিল তা পুনরায় বাস্তবায়ন করা। সে দাবীটিও এক মাসের মধ্যে বহাল করার ঘোষণা দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু সে বিষয়ে এখনো কিছুই হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপচিালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ শিক্ষক নেতাদের জানিয়েছেন যে, এ সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত কিছু করার নেই।

এদিকে, মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে বেসরকারী শিক্ষকদের টাইম স্কেল দেয়ার বিষয়ে কোন গেজেট নেই। গেজেট ছাড়া বেসরকারী শিক্ষকদের এ সুবিধা দেয়া কঠিন।

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কার্যকর হয়নি জনবল কাঠামো ও কর্মচারী চাকরি বিধি। এ দুটি চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হলেও মন্ত্রীর ঘোষণার এক মাসেও তার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি। ইউনেস্ক ও আইএলও'র ১৪৪টি ধারা বাস্তবায়ন সম্পর্কে শিক্ষক নেতাদের নিয়ে কমিটি গঠন করে করণীয় নির্ধারণের কথা বলা হলেও আজ পর্যন্ত কোন কমিটিই গঠন করা হয়নি। এমনকি কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি এ বিষয়ে। সব মিলিয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষক নেতারা। সরকার নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে দাবী পূরণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট সভাপতি এম শরীফুল ইসলাম গতকাল ইনকিলাবকে বলেছেন, গোটা বিষয় নিয়ে আমাদের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) বিকেলে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ও অধ্যক্ষ সমিতি যৌথভাবে সভা ডেকেছে। রাজধানীর সকল প্রিন্সিপালকে এ সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।